দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 JAN 1988 ... পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ৫ ...

... 174

'আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য'

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষক ডঃ আবদুল খালেক বলেছেন, সমাজে প্রচলিত অনাচার, দুর্নীতি ও কপটতার বিরুদ্ধে যুব সমাজ আজ বিক্ষুব্ধ। যুব সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে হলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে ন্যায় নীতি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে।

আমাদের ছাত্র ও যুব সমাজে হতাশা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রসঙ্গে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। মনোবিজ্ঞানের একজন শিক্ষক ও গবেষক হিসেবেই তিনি এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

ডঃ খালেকের মতে, মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপনের জন্য কতকগুলো জৈবিক, মানসিক ও সামাজিক চাহিদা রয়েছে। এ চাহিদাগুলো পূরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই দেশের ছাত্র ও যুবকদের ভেতরে হতাশার জন্ম দিয়েছে। দেশের বর্তমান বিশৃঙ্খল পুঁজিবাদী সমাজের সাথে যুব সমাজের এ পরিণতি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। কারণ পুঁজিবাদী সমাজ মানুষের চাহিদা ও প্রত্যাশা বাড়ায়। কিন্তু এ সমাজ অধিকাংশ মানুষকে তার ক্রমবর্ধিত চাহিদা পূরণে সহায়তা করে না। তাই দেশের ছাত্র ও যুব সমাজকে হতাশার গ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটাতে হবে। গোটা সমাজে ন্যায় নীতি ও শৃংখলা ফিরে এলে যুব সমাজেও শৃংখলা আসবে (ডঃ আবদুল খালেকের দেয়া সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেয়া হলো)।

প্রশ্ন ঃ আমাদের ছাত্র ও যুব সমাজ হতাশ ও উচ্ছৃঙ্খল। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর কারণ কি বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ আমাদের দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে হতাশা ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর কারণ সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে মনোবিজ্ঞানে হতাশা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কে জানা দরকার। মানব জীবনের বিভিন্ন রকম চাহিদাগুলোকে মনোবিজ্ঞানীরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ জৈবিক চাহিদা (খাদ্য, পানীয়, বিশ্রাম, নিদ্রা), দ্বিতীয়ত ঃ মানসিক চাহিদা (প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা) এবং তৃতীয়তঃ সামাজিক চাহিদা (প্রভাব, প্রতিপত্তি, পদমর্যাদা)।

তাঁর মতে, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপনের জন্য এ চাহিদাগুলো পূরণ করার প্রয়োজন হয়। জীবনের জন্য অপরিহার্য এ চাহিদাগুলো পূরণের পথে যদি কোন বাধার সৃষ্টি হয় এবং কেউ যদি এ বাধা অপসারণে ব্যর্থ হয়, তখন তার মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। [illegible] মানুষের জীবনের চাহিদা, চাহিদা মিটানোর [illegible] এবং [illegible] রকম নয়। [illegible] জীবনে যতটা [illegible] আছে, ততটা [illegible] নেই। বিপরীতভাবে কারো আবার যতটা [illegible] আছে, তার চেয়ে বেশী আছে অভাববোধ। সাধারণতঃ একজন অশিক্ষিত লোকের চেয়ে একজন শিক্ষিত লোকের জীবনের চাহিদা এবং অভাববোধ দু'টোই বেশী। সে কারণে শিক্ষিত মানুষের হতাশাও বেশী।

আর মানুষ যখন জীবনের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, তখন তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে— উপযোগী বা ইতিবাচক ও অনুপযোগী বা নেতিবাচক। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্ছৃঙ্খলতা হচ্ছে ব্যর্থতার অনুপযোগী বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। কারণ উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে ব্যর্থতা কমে না বরং বাড়ে।

আমাদের দেশের ছাত্র ও যুব সমাজে অভাব ও অভাববোধ বেশী। আবার অভাব পূরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাও বেশী। ফলে হতাশা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রাও তাদের জীবনে ক্রমেই বাড়ছে।

প্রশ্ন ঃ আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে যুব সমাজের বর্তমান পরিণতি কিভাবে সম্পর্কিত বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে যুব সমাজের বর্তমান পরিণতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। জীবন-জীবিকার সাথে শিক্ষার সম্পর্কহীনতা, সময়মত ভর্তি হতে না পারা, সেশন জট, পাসের আগেই চাকরির বয়সসীমা শেষ হবার মত বিভিন্ন সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে ছাত্র সমাজ। দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে যে চিত্র দেখতে পাই, তা শুধু ছাত্র ও যুব সমাজের জন্যই নয়— দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পরীক্ষায় এখন নকলের মহাপ্লাবন চলছে। পরীক্ষায় নকল করা অপরাধ এ বোধটুকুও আজ আমাদের লোপ পেয়েছে। অপরাধ কমবেশী সব সমাজেই ছিল এবং আছে। কিন্তু যে সমাজে অপরাধ আছে কিন্তু অপরাধবোধ নেই, সে সমাজের অবস্থা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ আমরা এমনি এক ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখি হয়েছি।

ডঃ খালেক বলেন, কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলে, সমাজ ব্যবস্থাও তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন বিশৃঙ্খল সমাজে সুশৃঙ্খল শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন গড়ে উঠতে পারে না, তেমনি একটি বিশৃঙ্খল শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গড়া যায় না।

ডঃ আবদুল খালেক

তার মতে, আমাদের দেশের ধন নেই কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। পুঁজি না থাকলেও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে সমাজে কারো প্রয়োজনের টানাটানি। আবার কারো ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা মানুষের চাহিদা ও প্রত্যাশা যতটা বাড়ায়, চাহিদা মিটাতে এবং প্রত্যাশা পূরণে ততটা সহায়তা করে না। ফলে কিছুসংখ্যক লোকের প্রত্যাশা আশাতীতভাবে পূর্ণ হয়। আর প্রত্যাশা পূরণের ব্যর্থতা অধিকাংশের মনে জন্ম দেয় হতাশা।

প্রশ্ন ঃ যুব শক্তিকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সার্বজনীন ও আদর্শ জীবন গঠন প্রণালী কি? আমাদের যুব সমাজকে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্ত করার উপায় কি বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ যুব শক্তিকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য পরিবার প্রধান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকলকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে আদর্শের উদাহরণ হতে হবে। শুধু ভালো হবার জন্য উপদেশ দিলেই যুব সমাজকে ভালো করা যাবে না। তাদের সামনে ভালোর উদাহরণ থাকতে হবে। কারণ নজিরবিহীন উপদেশের কোন মূল্য নেই। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুব সমাজকে পরিচালনার দায়-দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত তাদের কথায় ও কাজে, আদর্শে ও বাস্তবে মিল না থাকলে যুব সমাজের ভিতর cognitive dissonance সৃষ্টি হয়। আদর্শ জীবন গঠন প্রণালীর মূল কথা হলো cognitive dissonace দূর করে cognitive consonace সৃষ্টি করা।

ডঃ খালেক বলেন, আজকের পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে সন্দেহ, সংশয় ও সংযমহীনতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবীময় আজ সনাতন বিশ্বাস ও প্রচলিত জীবন দর্শনে সঙ্কট চলছে এবং আমাদের দেশেও এর ছায়া পড়েছে মাত্র। তাই সমাজে প্রচলিত অনাচার, দুর্নীতি ও কপটতার বিরুদ্ধে যুব সমাজ আজ বিক্ষুব্ধ। যুব সমাজের এই বিক্ষুব্ধ মূর্তিতে শঙ্কিত হবার কিছু নেই। বরং আশ্বস্ত হবারই কথা। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে হলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে ন্যায় নীতি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে।

প্রশ্ন ঃ স্বাধীন বাংলাদেশে যুব সমাজের বর্তমান পরিণতির জন্য মূলতঃ কি কারণ কাজ করেছে?

উত্তর ঃ স্বাধীন বাংলাদেশে যুব সমাজের বর্তমান পরিণতির মূলে রয়েছে আস্থাহীনতা। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দোদুল্যমানতা ও দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা তাদেরকে আস্থাহীন করেছে। হতাশ ও উচ্ছৃঙ্খল বানিয়েছে। আমাদের যুব সমাজ আজ কারো উপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখতে পারছে না। দেশের সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান অনিশ্চয়তা, বিশৃঙ্খলা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অনাচার তাদেরকে উপহার দিয়েছে বর্তমান পরিণতি।

প্রশ্ন ঃ ছাত্র ও যুব রাজনীতির সাথে যুব-মানসের বর্তমান অবস্থা [illegible] সম্পর্কিত? কিভাবে?

উত্তর ঃ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের একটা মাধ্যম হলো রাজনীতি। জাতির কল্যাণ চিন্তা ও কর্মে ছাত্র সমাজ নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। সমাজকে বর্জন না করলে রাজনীতি এড়ানো সম্ভব নয়। তাই ছাত্ররা রাজনীতি পড়ে ও করে। তবে তাদের প[illegible] রাজনীতি বিমুখতা যেমন অনভিপ্রেত, রাজনীতি সর্বস্বতাও তেমনি ক্ষতিকর। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার কারণে ছাত্র ও যুব রাজনীতির সাথে জড়িতদের ভিতরে হতাশা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

তার মতে, ছাত্র ও যুব রাজনীতি[illegible]

২-এর পাতায় দেখুন

[illegible]

আর্থ-সামাজিক অবস্থার

৬-এর পাতার পর

আবেগ ও ভাবালুতার প্রাধান্য দেখা যায়। কারণ, আবেগ যৌবনের ধর্ম। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং এতে শঙ্কারও কিছু নেই। কিন্তু যুব সমাজের মধ্যে আজ সংযম ও সহিষ্ণুতার অভাব খুব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক কারণে ভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে কোন্দল ও মারপিট আজ দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এটা শুধু অসঙ্গত নয়— অন্যায়।

ডঃ খালেক মনে করেন, দেশের সকলেই একই পথে চলবে এবং একই মতের অনুসারী হবে এম ধারণা সঠিকও নয়, সঙ্গতও নয়। একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যেখানে মত পার্থক্য এমন কি মতবিরোধ পর্যন্ত দেখা দেয়, সেখানে বৃহত্তর জাতীয় পরিমণ্ডলে মত পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। তা স্বীকার করে নিয়ে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করাই হচ্ছে সঙ্গত আচরণ। আর এর ব্যতিক্রমই হচ্ছে রুগ্ন মানসিকতা। ভিন্ন মত পোষণের অর্থ শত্রুতা নয়। কেউ ভুল মত বা পথ অবলম্বন করলেও গায়ের জোরে তা সংশোধনের চেষ্টা করাও ভুল। একটা ভুল দিয়ে আরেকটা ভুলের সংশোধন করা যায় না। তাই ছাত্র ও যুব সমাজকে সহিষ্ণু হতে হবে। শক্তির পরিবর্তে রাজনীতির ক্ষেত্রে সবসময় যুক্তিতে বিশ্বাসী হতে হবে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে হবে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে সার্বজনীন ও জাতীয় স্বার্থের পরিমণ্ডলে।